গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র অধিদপ্তর
বিটিএমসি ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
www.dot.gov.bd

নং-২৪.০২.০০০০.০০১.১৮.০০২.১২(অংশ-৫)- ৪৩৮(৪২)

তারিখঃ ২১ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
০৪ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

দুর্নীতি দমন কমিশন থেকে জারীকৃত বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পত্রটি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১। প্রকল্প পরিচালক .....
২। অধ্যক্ষ, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পাবনা / জোরারগঞ্জ, চট্টগ্রাম/ বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।
৩। অধ্যক্ষ, শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বরিশাল।
৪। অধ্যক্ষ, বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কালীহাতি, টাংগাইল/ঝিনাইদহ ।
৫। অধ্যক্ষ, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, টাংগাইল/দিনাজপুর/রংপুর/নাটোর/চট্টগ্রাম।
৬। উপ-পরিচালক, প্রশাসন/রপ্তানি/পরিকল্পনা/বাস্তবায়ন/জরিপ ও পরিসংখ্যান/এম.আই, বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। উপ-পরিচালক, বিভাগীয় বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা/রাজশাহী/চট্টগ্রাম/খুলনা।(আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৮। সহকারী পরিচালক (বাজেট ও হিসাব), বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা।
৯। সহকারী পরিচালক, জেলা বস্ত্র অধিদপ্তর, পাবনা ও টাংগাইল।
১০। পরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১। জনাব সাইফুল ইসলাম, লাইব্রেরিয়ান, ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য।
১২। মাস্টার ফাইল।

৪/৪/২০১৮

(মোঃ আরাফাত হোসেন)
সহকারী-পরিচালক (প্রশাসন)
পরিচালক, বস্ত্র অধিদপ্তরের পক্ষে।

দুর্নীতি দমন কমিশন
ঢাকা, বাংলাদেশ

"সবাই মিলে গড়ব দেশ,
দুর্নীতি মুক্ত বাংলাদেশ"

স্মারক নং দুদক/প্রশাঃ ও লজিঃ/১১/২০১৬ (অংশ-২)/ ১০৩৩৮(২৬০) তারিখ: ২২/৩/১৮

বিষয়: দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তা পরিচয়ে অনৈতিক আর্থিক সুবিধা গ্রহণের প্রচেষ্টা।

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) বিভিন্ন সূত্র হতে অবহিত হয়েছে যে, একাধিক সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্র দুদক-এর কর্মকর্তা পরিচয় দিয়ে মোবাইল ফোন, টেলিফোন, ই-মেইল বা ব্যক্তিগতভাবে কাল্পনিক অভিযোগ অথবা কমিশনের বিবেচনাধীন অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানের মিথ্যা আশ্বাস ও নানা প্রকার ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে সরকারি-বেসরকারি চাকুরীজীবী ও ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে অনৈতিক সুবিধা দাবী করছে।

২। সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, দুর্নীতি দমন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী, অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সাক্ষী এবং আসামীদেরকে লিখিত পত্র দিয়ে থাকেন। অনুসন্ধান বা তদন্তকালে এদের কারও সাথে দুদকের কর্মকর্তা কর্তৃক মোবাইল ফোন, টেলিফোন, ই-মেইল বা ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৩। এমতাবস্থায়, কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ মোবাইল ফোন, টেলিফোন, ই-মেইল বা ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগপূর্বক দুদকের কর্মকর্তা/কর্মচারী পরিচয় দিয়ে অনৈতিক আর্থিক সুবিধা দাবী করলে এ বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়ের পরিচালক (পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন) মীর মোঃ জয়নুল আবেদীন শিবলী (টেলিফোন নম্বর ৯৩৫২৫৫২, মোবাইল ০১৭১১-৬৪৪৬৭৫)-এর সাথে অবিলম্বে ভূয়া টেলিফোন/মোবাইল ফোন নম্বরটি অবহিত করে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৪। এ সকল প্রতারকচক্রের সদস্যদের আইনের আওতায় আনার ক্ষেত্রে কমিশন সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছে।

☐ অতিরিক্ত সচিব (পরি/প্রশাসন/অডিট)
☐ অতিরিক্ত সচিব (বেওবি/আইন/বস্ত্র)
☐ অতিরিক্ত সচিব (বস্ত্র২/পাট)
☐ যুগ্ম-সচিব (বাজেট)
ডাইরী নং ২৮৫ তারিখ ২৫/৩/১৮
সচিব

২২.৩.২০১৮
ড. মোঃ শামসুল আরেফিন
সচিব
ফোন: ৯৩৬০১১০
e-mail: secretary@acc.org.bd

☐ নথিভুক্ত ☐ পেশ করুন ☐ অনুলিপি
পত্র প্রাপ্তির তারিখঃ 02/4/18

✓	উঃপঃ (প্রশাঃ)		উঃপঃ (বস্ত্রানী)
	উঃপঃ (পরিঃ)		উঃপঃ (বাস্ত্র)
	উঃপঃ (এম,আই)		প্রকল্প পরি...
	উঃপঃ (জনরিপ)		
	প্রকল্প		পরিচালকের ...

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১(সংস্থাপন) অধিশাখা

নং- ২৪.০০.০০০০.১১১.২৭.০০১.১২-৩৯৯ তারিখঃ-০১/০৪/২০১৮।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

০১। চেয়ারম্যান, বিজেএমসি/বিটিএমসি/বিজেসি (বিঃ)/বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ঢাকা।
০২। মহাপরিচালক, পাট অধিদপ্তর, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
০৩। পরিচালক, বস্ত্র অধিদপ্তর, কাওরান বাজার, ঢাকা।
০৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।
০৫। পরিচালক, বিএসআরটিআই, রাজশাহী।

বস্ত্র অধিদপ্তর গৃহীত নং ২০৪৭ তাং 02/4/18

নিলুফার নাজনীন
উপসচিব
ফোনঃ-৯৫৪০৪৭৭

মাসিক
দুদক দর্পণ

৭ম বর্ষ • ১৮তম সংখ্যা • ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ (জানুয়ারি/১৮ মাসে প্রকাশিত) • মাঘ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

www.acc.org.bd

সম্পাদকীয়

"আসুন, দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হই" এই প্রতিপাদ্য নিয়ে গত ০৯ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালন করে দুর্নীতি দমন কমিশন। ঐ দিন দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের সামনের সড়কে শান্তির প্রতীক পায়রা ও ফেস্টুন উড়িয়ে দিবসটির উদ্বোধন ঘোষণা করেন দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ। এসময় দুদক কমিশনার এএফএম আমিনুল ইসলামসহ কমিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। উদ্বোধনের পর পরই কমিশনের মিডিয়া সেন্টারে রক্ষিত রেজিস্টারে নিজ স্বাক্ষরের মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী গণস্বাক্ষর কর্মসূচিরও উদ্বোধন করেন দুদক চেয়ারম্যান।

দিবসের উদ্বোধনের পর দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ এর নেতৃত্বে কমিশনের প্রধান কার্যালয় ও ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, ঢাকা জেলা প্রশাসন, দুদকের প্যানেল আইনজীবী, ঢাকা মহানগর দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্য, গার্ল গাইডস, বয়েজ স্কাউট, আনসার, বিএনসিসি, শহর সমাজ সেবা কার্যালয়, অভিবাসী কর্মী উন্নয়ন প্রোগ্রাম, গণস্বাক্ষরতা অভিযান, গ্রামীণ শিক্ষা, ব্যুরো বাংলাদেশ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, অপরাজেয় এর সদস্যগণসহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ নিয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে দুর্নীতিবিরোধী মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধন শেষে জাতীয় শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উপলক্ষে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, সমাজকে কিছু দান করেই জীবনকে উপভোগ করতে হয়। তরুণ প্রজন্মের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, প্রথমত নিজে সৎ থাকবে, অন্যায় করবে না এবং অন্যকে অন্যায় করতে দিবে না। তিনি বলেন, টাকার উপর বসে থাকার জন্য জীবন নয়। নতুন সহস্রাব্দে পৃথিবীর বিখ্যাত বুদ্ধিজীবীগণ বলেছেন, এই সহস্রাব্দের সম্পদ হচ্ছে জ্ঞান। আর ঠিক মতো লেখা-পড়া করেই জ্ঞান অর্জন করতে হয়। শিক্ষার্থীরা যদি ঠিক মতো জ্ঞান অর্জন করতে পারে তা হলে ঐশ্বর্য তাদের পিছনে ঘুরবে। নতুন প্রজন্মের মাঝে বই পড়ার প্রবণতা কমেছে জানিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এই বুদ্ধিজীবী বলেন, আমরা প্রযুক্তি ব্যবহার করবো, প্রযুক্তি যেন আমাদের ব্যবহার না করে।

আলোচনা সভার সভাপতির বক্তব্যে দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ বলেন, আসুন, দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আমরা একতাবদ্ধ হই। আমাদের সমাজে দুর্নীতিবাজ নামক শকুনের উদ্ভব হয়েছে, আমরা এদেরকে উৎখাত করতে চাই। তিনি বলেন, বাংলাদেশের যে সকল দুর্নীতিবাজ ঔদ্ধত্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে, তাদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিতে হবে। এখানে উল্লেখ্য, এ বছরই সরকার আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস সরকারিভাবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়।

দুদক দর্পণের সম্পাদনা পরিষদ মনে করে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সমাজের প্রতিটি স্তর থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার এখনই উত্তম সময়।

যোগাযোগ
নির্বাহী সম্পাদক
দুর্নীতি দমন কমিশন,প্রধান কার্যালয়
১ সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
ফোন: ৯৩৫৩০০৪-৮
ই-মেইল : info@acc.org.bd
ওয়েব সাইট
http://www.acc.org.bd

এ সংখ্যায় যা যা রয়েছে

- সভা/সেমিনার
- গ্রেফতার
- ফাঁদ মামলা
- বিচারিক আদালতে সাজা
- দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য মামলা
- দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য মামলার চার্জশিট

সভা/সেমিনার

১. কমিশনের চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদের নেতৃত্বে কমিশনের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

২. কমিশনের চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ দুর্নীতি দমন কমিশনের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিদায় সংবর্ধনায় ক্রেস্ট প্রদান করছেন।

৩. ৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উপলক্ষে মানববন্ধন।

ফাঁদ

ডিসেম্বর মাসে কমিশন ফাঁদ পেতে ঘুষের টাকাসহ ০১ (এক) জনকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃত আসামির বিবরণ:

গ্রেফতারকৃত আসামির নাম	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
আবু বক্কর সিদ্দিকী, পেশকার (কম্পোজিটর) সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারের কার্যালয় বরিশাল সদর, বরিশাল।	জনৈক মো: আব্দুল মান্নান খান রুপাতলী মৌজার ৭.৭৫ শতক জমি বরিশাল সদর সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের দলিল নং ৮৯৩৪/২০০৮ মূলে ক্রয় করেন। ক্রয়কৃত জমি নাম-পত্তন করার জন্য সেটেলমেন্ট অফিসারের কার্যালয়ে কাগজপত্র জমা দিলে গত ১২/১২/১৭ খ্রি: তারিখে শুনানি হয়। উক্ত শুনানির রায়ের কপি পাওয়ার জন্য পেশকার আবু বক্কর সিদ্দিকী ১,০০,০০০/-টাকা ঘুষ দাবি করেন। পরবর্তীতে বিষয়টি ১০,০০০/- টাকায় সমঝোতা হয়। উক্ত ঘুষের টাকা গ্রহণকালে তার কার্যালয় হতে দুদক বিশেষ টিমের সদস্যরা তাকে ঘুষের টাকাসহ হাতে-নাতে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতার

ডিসেম্বর মাসে কমিশনের বিভিন্ন মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ আইনি প্রক্রিয়ায় নিয়মিত মামলার ০৭ (সাত) জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে। কয়েকজন গ্রেফতারকৃত আসামির বিবরণ:

গ্রেফতারকৃত আসামির নাম	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
সৈয়দ গোলাম সারোয়ার সহকারী প্রকৌশলী (অতি: দায়িত্ব) নির্মাণ বিভাগ-৩, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ২৪,৫৬,১৬০/- টাকা আত্মসাৎ।
গাজী মাহমুদ কামাল, প্রোপাইটর গাজী ফেব্রিক্স ও গাজী কর্পোরেশন ১৯১/৬ গ্রীণ রোড, পান্থপথ, থানা-কলাবাগন, ঢাকা।	দুর্নীতি দমন কমিশনে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে নিজ নামে ৭,৬৬,০২,৮৮৯/- টাকা মূল্যের সম্পদ গোপন এবং ১৭,০৪,৬০,৬৬২/- টাকা জ্ঞাত আয় বহির্ভূত অবৈধ সম্পদ অর্জন।
এ. এস. এম. শরিফুজ্জামান সাবেক শাখা ব্যবস্থাপক, গ্রামীণ ব্যাংক মহাজনপুর শাখা, মুজিবনগর, মেহেরপুর। বর্তমানে শাখা ব্যবস্থাপক, আলোয়াখোয়া অটোয়ারী, পঞ্চগড়।	আসামিগণ দায়িত্ব পালনকালে সদস্যদের নামে ভুয়া ঋণ বিতরণ, জিপিএস এর টাকা, বীমার টাকা ও কিস্তির টাকা উত্তোলন করে জমা না দিয়ে আত্মসাৎ করেন।

সাজাপ্রাপ্ত কয়েকটি মামলার বিবরণ

ডিসেম্বর মাসে ৮টি মামলায় বিচারিক আদালতে রায় হয়েছে এর মধ্যে ৭ (সাত) টি মামলায় সাজা হয়েছে। সাজা হওয়া উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলা।

আসামির নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
শাহ মোঃ হারুন সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিঃ সহ ৭ জন।	আসামি ১. শাহ মোঃ হারুন ২. মোঃ ফজলুর রহমান ৩. মাহমুদ হোসেন ৪. কামরুল ইসলাম ৫. মোঃ তরিকুল আলম ও ৬. আবুল কাশেম মাহমুদ উল্লাহ প্রত্যেক-কে ১০ বছরের সশ্রম কারাদ-সহ ১,০৮,৮৩,১১০/১৮ টাকা জরিমানা, জরিমানার টাকা প্রত্যেকের নিকট থেকে সমহারে আদায়যোগ্য এবং অপর আসামি ইমামুল হককে বেকসুর খালাস প্রদান।
মোঃ জাকির হোসেন, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ডেসটিনি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, ৩৮, কাকরাইল, ঢাকা।	আসামি মোঃ জাকির হোসেন-কে ০১ বছরের সশ্রম কারাদন্ডসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান।
এ, কে, এম, জসিম উদ্দিন তালুকদার সাবেক ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার (প্রেস) বর্তমানে-সিনিয়র সুপারভাইজার গভর্ণমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা।	আসামি এ, কে, এম, জসিম উদ্দিন তালুকদার-কে ০৪ লক্ষ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৬ মাসের কারাদন্ড প্রদান।

দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মামলা

কমিশন নভেম্বর মাসে ক্ষমতার অপব্যবহার, অর্থ আত্মসাৎ, জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনসহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে ২৫টি মামলা দায়ের করেছেন। উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলার বিবরণ:

আসামির নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
মোঃ সাইফুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেসার্স ইকসল ফুড এন্ড বেভারেজ লিমিটেড সিংদিঘি, বারতোপা, শ্রীপুর, গাজীপুর ও অন্য ২জন।	প্রতারণা ও জালিয়াতি করে জাল কাগজপত্রের মাধ্যমে সুদাসলে ৭,৮৫,৩২,৯৮৭/- টাকা আত্মসাৎ।
মোঃ আবু সাঈদ সাবেক ইমারত পরিদর্শক (বরখাস্ত) রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক ভবন, ঢাকা।	৪৭,৩৮,১১৪/- টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন।
বিজিত কুমার ভট্টাচার্য, সাবেক অধ্যক্ষ বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ বর্তমানে-বিভাগীয় প্রধান, রসায়ন বিভাগ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ কুমিল্লা ও অন্য ০১জন।	বৃন্দাবন সরকারি কলেজের বিভিন্ন ফান্ডের ৫০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ।

দাখিলকৃত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মামলার চার্জশিট

কমিশন ডিসেম্বর, ২০১৭ মাসে ৩১টি মামলা তদন্ত সম্পন্ন করে ১৫টি মামলায় চার্জশিট দাখিলের অনুমোদন দিয়েছে। উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলার চার্জশিট উল্লেখ করা হলো।

আসামির নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
মো: রফিকুল ইসলাম ওরফে রিপন প্রো:-মেসার্স সাদিয়া ট্রেডার্স, বাড়ী নং-১২৮ থানা-বোয়ালিয়া, জেলা-রাজশাহী ও অন্য ০৩ জন।	প্রতারণা, জালিয়াতি ও স্বাক্ষর জাল করে যমুনা ব্যাংকের ৪৪,৫০,০০০/- টাকা আত্মসাৎ।
সিদ্দিকুর রহমান, অফিসার (বর্তমানে বরখাস্ত) রেমিট্যান্স এন্ড এনআরবি সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয় মতিঝিল, ঢাকা ও অন্য ০১ জন।	জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে এনসিসি ব্যাংকের বৈদেশিক রেমিটেন্সের ৮,৯৮,৬৬,৫৫৫/- টাকা আত্মসাৎ।
মুসাব্বির রহিম, সাবেক সহকারী ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং হেড অব কার্ড সার্ভিসেস, দি সিটি ব্যাংক লি: আল আমিন সেন্টার, রোড নং-২৫/এ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।	প্রতারণা, জাল-জালিয়াতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের মাধ্যমে ২,০০,৫৪,২১১/- টাকা আত্মসাৎ।

দুদক